4

দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা

গত বৃহস্পতিবার এইচএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে সারা দেশে সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন করায় বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষায় অসদুপায়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই দিন দেশের বেশ কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে।

খবরে প্রকাশ, পরীক্ষায় নকল এবং অসদুপায় অবলম্বন করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই দিন পরীক্ষা কেন্দ্রে যে ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কোন কোন কেন্দ্রের পুলিশকে লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ছুড়তে হয়েছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসককে তিন ঘণ্টা ঘেরাও করে রেখে ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়ক অবরোধ করে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ করে রাখে। এ ছাড়া ফরিদপুরে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছিত এবং মেহেরপুরে একজন অধ্যক্ষকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। খুলনার একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে আগুন ধরানো হয়েছে। পরীক্ষা উপলক্ষে এ রূপ সহিংস ঘটনায় দেশবাসী তথা অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি গভীরভাবে তলিয়ে দেখার বিষয়। কারণ আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতিটাই এমন যেখানে অসদুপায় অবলম্বন করার অবকাশ আছে। এ ছাড়া পরীক্ষায় পাস-ফেলের ওপরই শিক্ষার মানদণ্ড বিচার করা হয় বিধায় পরীক্ষার্থীদের অনেকেরই নকল করে পাস করার প্রবণতা থাকে। তবে বর্তমানে নকল করে পরীক্ষায় পাস করার প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই প্রবণতাকে প্রতিহত করতে গেলেই সৃষ্টি করা হচ্ছে সহিংসতৎপরতা। ভাংচুর হচ্ছে, অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে, লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে।

শিক্ষাঙ্গনে পবিত্রতা নেই, শিক্ষাঙ্গনে ইতোপূর্বে যেভাবে অস্ত্রবাজি করা হয়েছে, তার জের হিসাবে পরীক্ষা কেন্দ্রের সহিংস ঘটনাগুলো ঘটছে বলে মনে করা হলে তা ভুল হবে না। কারণ দেশের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিনের অবক্ষয় যেভাবে সকলকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দেশের একশ্রেণীর তরুণকে বিগত সরকার আমলে নানাভাবে বিভ্রান্ত ও আদর্শচ্যুত করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার দিকে এই তরুণ সমাজকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আজ তারই বহির্প্রকাশ ঘটছে সমাজের সর্বক্ষেত্রে।

ইতোপূর্বেও কিছু কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে নকল করার প্রবণতা দেখা গেছে। কিন্তু বর্তমানে এই প্রবণতা একেবারে গণটোকাটুকিতে পরিণত হতে চাইছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, কিছু কিছু পরীক্ষার্থী যেন নকলের অবাধ অধিকার চাইছে, যা কি না সম্পূর্ণ নীতিগর্হিত কাজ।

প্রকৃতভাবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে পাস করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার পিছনের কারণগুলো আজ আমাদের উদ্‌ঘাটন করে দেখা দরকার এবং সেই মোতাবেক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা আবশ্যক।

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বয়সসীমা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এরা বয়সে তরুণ। এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করার সাথে সাথে এই তরুণ সমাজ উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে তথা জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। তাই এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না।

আজ সমগ্র শিক্ষাঙ্গনে তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির নামে হত্যা, শিক্ষক পীড়ন এবং নির্যাতনের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো ছাড়া এর হাত থেকে ছাত্র সমাজকে রক্ষা করা দুরূহ বলে অনেকেই মনে করেন। কারণ একশ্রেণীর ছাত্রকে ছাত্র রাজনীতির নামে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার জের ধরে আজ সমাজের সর্বস্তরে উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপক প্রকাশ ঘটছে। এখানে উল্লেখ্য যে, হাজী মহসিন কলেজ কেন্দ্রে ছাত্রদলের এক নেত্রীকে বহিষ্কার করা হলে বিক্ষুব্ধ হামলাকারীরা অধ্যক্ষের অফিস ভাংচুর করে। এই যে প্রবণতা, এই প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা হলে দেখা যাবে, দেশের তরুণ সমাজকে বিগত সরকার আমলে সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। রাজনীতির হীন ফায়দা লোটার লক্ষ্যে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী অধঃপতনের দিকে নামিয়েছে। এই অবক্ষয় রোধ করা না হলে আগামীতে সমগ্র জাতিকে এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে।

শিক্ষার মানদণ্ডের চেয়ে যে দেশে সার্টিফিকেটের মূল্য বেশি, যে দেশে শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার্থীদের হাতে থাকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, সে দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে পাস-ফেলের কোন মূল্যই থাকার কথা নয়। শিক্ষার মূল লক্ষ্য প্রকৃত জ্ঞানার্জন এবং শিষ্টাচার ও চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হওয়া। কিন্তু এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেসব গুণাগুণের প্রতিফলন এখন ঘটছে না। দেশের শিক্ষাঙ্গন একশ্রেণীর শিক্ষার্থী দ্বারা অরাজক ও অপবিত্র হয়ে পড়েছে।

আজ শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব না হলে অস্ত্রবাজি যেমন বন্ধ করা যাবে না, তেমনি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকারীদেরও প্রতিহত করা যাবে না। বিষয়টিকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে নতুনভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা তথা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে।